ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

[দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা উভয়ই উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সম্পদ পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতায় দারিদ্র মোকাবেলা সরকারের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ যাবত বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র এবং মানব-দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চরম দারিদ্রের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৪ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৪৭ শতাংশে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩০,৭৫১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১২.২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩০ শতাংশ। এর আওতায়-বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬,৬০৫.৬২ কোটি টাকা ও ২৭,৭৩৬.৩৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭,৭৪৯.৯০ কোটি টাকা ও ১৪,৭৭২.৪১ কোটি টাকা। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে আর্থসামাজিক অগ্রগতির গুরত্বপূর্ণ নির্দেশক। দরিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগের গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ২০১৫ এর এমডিজির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে প্রতিবছর দারিদ্র-হার ১.২ শতাংশ করে নামিয়ে আনার বিপরীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর দারিদ্র-হার ১.৭৪ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত ৮.০ এর বিপরীতে ৬.৫ অর্জন করেছে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা ২০১২ সালেই অর্ধেকে (৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৯.০ শতাংশে) নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এ সফলতা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরণের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ একধাপ এগিয়েছে। Human Development Report 2014 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০৬টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১১ সালে ০.২৩৭ এ উন্নীত হয়েছে যা ২০০৭ এ ছিল ০.২৯২।

বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রুপকল্প হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

পরিকল্পনা (২০১০-২১) শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র কমিয়ে আনা। UNDP-বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে ''Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2014'' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী হয়েছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারণিতে ১৩.১ -এ দেয়া হল।

সারণি ১৩.১ঃ একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্যমাত্রা ১: চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ			
লক্ষ্য ১কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.১ $ ১ (পিপিপি) এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (%)	৭০.২ (১৯৯২)	৪৩.৩	২৯.০
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০ (১৯৯২)	৬.৫	৮.০
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৮.৭৬ (২০০৫)	৮.৮৫	প্রযোজ্য নয়
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজসহ সকলের জন্য পূর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ			
১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার (১৫+)	৪৮.৫	৫৯.৩	সকলের জন্য
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা			
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৩৬.৪	৩৩.০
১.৯ ন্যূনতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫	১৪.০

উৎসঃ UNDP বাংলাদেশ, ২০১৪ ।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয় ২০১০ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মতো ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দারিদ্রের গতিধারা

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে আসে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২ শতাংশ হারে)। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৫.৫৯ শতাংশ

হারে)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপকৃত) বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানে বর্গ দ্বারা পরিমাপকৃত) প্রায় সমহারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.২ঃ আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০ থেকে ২০০৫)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথা-গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারি দারিদ্র প্রবণতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৩ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.৩ঃ মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারি দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০১০			২০০৫		
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	১৭.৬	২১.১	৭.৭	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	১৬.১	১৮.৭	৮.১
ঢাকা	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮	১৯.৯	২৬.১	৯.৬
খুলনা	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮
রাজশাহী(পূর্বের)	২১.৬	২২.৭	১৫.৬	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪
রাজশাহী (নতুন)	১৬.০	১৬.৪	১৪.৪			
রংপুর	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২			
সিলেট	২০.৭	২৩.৫	৫.৫	২০.৮	২২.৩	১১.০
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
বরিশাল	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩১.০	১১.৮	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮
ঢাকা	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০	৩২.০	৩৯.০	২০.২
খুলনা	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২
রাজশাহী(পূর্বের)	৩৫.৭	৩৬.৬	৩০.৭	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২
রাজশাহী(নতুন)	২৯.৭	২৯.০	৩২.৬	-	-	-
রংপুর	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯	-	-	-
সিলেট	২৮.১	৩০.৫	১৫.০	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

সারণি ১৩.৩ হতে দেখা যায় যে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্রের হার ১৭.৬ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ছিল ২৫.১ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে জাতীয় দারিদ্রের হার ৩১.৫ শতাংশ যা ২০০৫ সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ।

জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৪ এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হল।

সারণি ১৩.৪ঃ জমির মালিকানাভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা (%)

জমির আয়তন (একর)	২০১০			২০০৫		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	১৭.৬	২১.১	৭.৬	২৫.১	২৮.৬	১৪.৬
ভূমিহীন	১৯.৮	৩৩.৮	৯.৯	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮
<০.০৫	২৭.৮	৩৫.৯	১২.৩	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭
০.০৫-০.৪৯	১৭.৭	২২.১	৫.৪	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪
০.৫০-১.৪৯	১৩.৩	১৫.২	২.৪	২০.৮	২২.৮	৯.১
১.৫০-২.৪৯	৭.৬	৮.৬	১.৮	১১.২	১২.৮	২.৭
২.৫০-৭.৪৯	৪.১	৪.৩	২.৭	৭.০	৭.৭	৩.০
৭.৫০+	৩.৭	৪.২	০	১.৭	২.০	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩	৪০.০	৪৩.৮	২৮.৪
ভূমিহীন	৩৫.৪	৪৭.৫	২৬.৯	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১
<০.০৫	৪৫.১	৫৩.১	২৯.৯	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭
০.০৫-০.৪৯	৩৩.৩	৩৮.৮	১৭.৪	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭
০.৫০-১.৪৯	২৫.৩	২৭.৭	১২.১	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪
১.৫০-২.৪৯	১৪.৪	১৫.৭	৬.৬	২২.৯	২৫.৬	৮.৮
২.৫০-৭.৪৯	১০.৮	১১.৬	৫.৫	১৫.৪	১৭.৪	৪.২
৭.৫০+	৮.০	৭.১	১৪.৬	৩.১	৩.৬	০.০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহারে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিহীন জন গোষ্ঠীর ৩৫.৪ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে যা ২০০৫ সালে ছিল ৪৬.৩ শতাংশ। এ সময় ব্যবধানে ৫ শতাংশের নীচে জমি আছে এমন জন গোষ্ঠীর.দারিদ্র হারও ৫৬.৪ শতাংশ হতে ৪৫.১ শতাংশে নেমে এসেছে। জমির মালিকানার ভিত্তিতে প্রায় সকল শ্রেণির দারিদ্র হার কমলেও ৭.৫ একর কিংবা তার উর্দ্ধে জমির মালিকানাধীন জনগোষ্ঠীন দারিদ্র হার ৩.১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.০ শতাংশ উন্নীত হয়েছে।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৫ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.৫ঃ মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

সারণি ১৩.৫ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০১০ সালে খানার মাসিক নামিক আয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,৪৮০ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৯,৬৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৬,৪৭৭ টাকা। অন্যদিকে, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের খানার মাসিক নামিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা, যা ২০১০ সালে ৫৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১,২০০ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৯,৬১২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ১৫,৫৩১ টাকা। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৬.১৩৪ টাকা, ৫,৩১৯ টাকা এবং ৮,৫৩৩ টাকা ছিল। ২০১০ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ১১,০০৩ টাকা, পল্লী এলাকায় তা ৯,৪৩৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১৫,২৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৫,৯৬৪ টাকা, ৫,১৬৫ টাকা এবং ১৫,২৭৬ টাকা ছিল।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৬ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.৬ঃ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় বন্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-১,৩, ও ৪ স্থির রয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় বন্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। (২০১০ সালে ০.৭৮ ও ২০০৫ সালে ০.৭৭ শতাংশ)। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৬.৯৩ শতাংশ থেকে ২৪.১ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য হ্রাসের ইংগিত বহন করে।

দারিদ্র পরিস্থিতির বর্তমান চিত্র

HIES ২০১০ এর পরে নতুন HIES এর উপাত্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে ২০১১ সালে দারিদ্রের হার ২৯.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২২.৭৩ শতাংশে দাঁড়াবে। সারণি ১৩.৭ -এ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ি উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হল।

সারণি ১৩.৭ঃ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র নিরসনের প্রক্ষেপণ

বছর	**উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে**	**নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে**
২০১১	২৯.৬৯	১৫.৬৫
২০১২	২৭.৯৫	১৩.৯৮
২০১৩	২৬.২১	১২.৩১
২০১৪	২৪.৪৭	১০.৬৪
২০১৫	২২.৭৩	৮.৯৭

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

সামাজিক নিরাপত্তা

দারিদ্র হ্রাসে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্জিত গতিশীলতা এবং হত-দরিদ্রদের জন্য টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনির মাধ্যমে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও সরকার উদ্ভাবিত- একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়া বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অভিজ্ঞতার নিরিখে বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলন এবং ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩০,৭৫১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মোট বাজেটের ১২.২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩০ শতাংশ। টেকসই দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy) প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। দারিদ্র নিরসনে সরকারের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনো জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্রসীমার নিচে এবং সীমার কাছাকাছি বসবাস করে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মনে করে। এই প্রেক্ষিতে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে আরও বেগবান, গতিশীল, যথাযথ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট ও সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও কাভারেজ এর বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। আয় ও ব্যয় খানা জরিপ ২০১০ থেকে দেখা যায় মাত্র ২৪.৫ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাভারেজ এর অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের খসড়া প্রণীত হয়েছে, এটি চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই কৌশল পটভূমি ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে, দারিদ্র দূরীকরণে অতীতের অগ্রগতি এবং চলমান চ্যালেঞ্জ, সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির বিবর্তন ও চলমান কার্যসম্পাদন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ, প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, কৌশলের অর্থায়ন, ডেলিভারী শক্তিশালীকরণ, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশলে ৫ বছর মেয়াদি লক্ষ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিগুলো জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে একীভূত করা হবে। জীবনচক্র ভিত্তিক মূল কর্মসূচিগুলো হলো বয়স্কদের জন্য পেনশন, প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি, শিশুদের জন্য ভাতা, কর্মক্ষম লোকদের জন্য কর্মসূচি, মহিলাদের জন্য কর্মসূচি এবং ঝুকিঁ হ্রাসকরণ কর্মসূচি। তদুপরি, এই কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছেঃ

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিবেচনায় রেখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে উল্লেযোগ্য হলোঃ বয়স্ক ভাতা বাবদ ১,৩০৬.৮০ কোটি টাকা, বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ১,২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে PKSF ও SDF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৮০.০০ কোটি টাকা ও ১৬০.০০ কোটি টাকা।
- সরকারের রাজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ সারণি ১৩.৮ -এ উল্লেখ করা হল।

সারণি ১৩.৮ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০১৩-১৪) (সংশোধিত)	বাজেট (২০১৪-১৫)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	৯,৬৬৬.২৫	১২,৫৬১.৫৮
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৮০২৯.৯৬	৮৬৩৮.৪৭
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৩৪৬.০০	২৪২.০০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	১২৬.৪৯	১৩১.১০
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	১৩৮৬.৫৬	১৫৪০.৭৯
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	৭০৯৮.৭৫	৭৫৯৭.১৭
অন্যান্য	০০	৪০.০০
মোট	২৬,৬৫৪.০১	৩০,৭৫১.১১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাবদ ৯,৬৬৬.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৩০৬.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দের আওতায় মাসিক ৪০০ টাকা হারে ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার জনকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৯৮০.১০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে এবং মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ৯৪.১৮ শতাংশ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতাঃ এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে মোট ১,২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষাঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বাৎসরিক মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৪০.০০ কোটি টাকা। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২৫.৫৬ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে ১৯.১৭ কোটি টাকা।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস)ঃ দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশের পাঁচটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এসব কেন্দ্রের সাফল্যের ভিত্তিতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ১০৩টি কেন্দ্র চালু করা হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত

কেন্দ্রসমূহে এ যাবৎ প্রায় ১.১০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১১.১৮ লক্ষ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সব কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রায় ৩.৫০ কোটি টাকার সহায়ক উপকরণও সরবরাহ করা হয়।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তহবিল হিসেবে ৫.০০ কোটি টাকা এবং স্থায়ী তহবিল হিসেবে ১৫.০০ কোটিসহ মোট ২০.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টক শিশুদের সুযোগসুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকায় ৪টি এবং অবশিষ্ট ৬ বিভাগে ৬টিসহ সর্বমোট ১০টি 'স্পেশাল স্কুল ফর দি চিলড্রেন উইথ অটিজম' স্কুল চালু করা হয়েছে। এ স্কুলের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অটিস্টিক স্কুলের আওতায় পরিচালনাধীন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সারা দেশে ৫৬টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে প্রায় ৯০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের খোরাকী ভাতা জনপ্রতি মাসিক হার ২,০০০ টাকার স্থলে ২,৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিলো ৩৭.৫০ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের খোরাকী ভাতা খাতে ৪৬.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ২৬.৬১ কোটি টাকা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত নিবাসীদের বিদ্যমান খোরকীভাতা জনপ্রতি মাসিক ২,৬০০ টাকা।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বেসরকারি এতিমখানার ৫৯,৫০০ এতিম শিশুর জন্য জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ বরাদ্দ ৭১.৪০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে ৬২ হাজার এতিম শিশুর জন্য ৭৪.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ৩,৪৫৫টি প্রতিষ্ঠানের ৬১,৯০০ জন এতিম নিবাসীর অনুকূলে ৩৭.১৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় এনে সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে হিজড়া জনগোষ্ঠী'র জন্য ৪.৫৯ কোটি টাকা এবং দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জন্য ৯.২৩ কোটি টাকা বাজেট রাখা হয়।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজার জন। মাসিক ৪০০ টাকা হারে বাৎসরিক মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ছাড় করা হয়েছে ৩৬৪.৩২ কোটি টাকা।

"শহর অঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মা" এবং "দরিদ্র মা" এর জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ এ কর্মসূচির ২০১৪-১৫ অর্থবছরের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্বাচিত ২.২০ লক্ষ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মা'দের দারিদ্র হ্রাস এবং মা ও শিশুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য এ বাবদ ১৩২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে|

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ শহর অঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মা'দের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা এবং ৬৪ জেলা সদরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং

মা'দের মাসিক ৫০০ টাকা হারে ২৪ মাস ব্যাপী মোট ১ জন দরিদ্র মা'কে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে ৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযুদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধার জন্য মোট ১৪৪.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অনুকূলে ৫৪.১৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় যার বিপরীতে ২৭.৯৬ কোটি টাকা আদায় করা হয় এবং আদায়ের শতকরা হার ৬২ শতাংশ।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় মোট ১,৬৮৭.৫০ কোটি টাকা ২.২৫ কোটি লোকের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৭৫ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৩১৭.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিডিঃ এই কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৮৬.৯২ কোটি টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দেশব্যাপী প্রায় ৪ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এ যাবত ছাড় হয়েছে ১.৩৭ লক্ষ মেঃ টন।

ভিজিএফ ও জিআরঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৪.৭২ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৪১৯.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জিআর কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৮৩.৮৪ কোটি টাকা।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ইত্যাদি প্রয়োজনে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সাধারণত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এই কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,২৯২.৩৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল চাল ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন এবং গম ২.৫০ লক্ষ মেঃ টন।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

এ কর্মসূচি প্রথমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন হিসেবে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে এ কর্মসূচি ২০০৯-১০ অর্থ বছরে হতে পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশের এর কার্যক্রম আরম্ভ করে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো (ক) বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং(গ) গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ১৫০০.০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। এর আওতায় দুটি পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে। প্রথম পর্যায়ে ৮,২৪,০০০ জনকে সুবিধা প্রধান করা হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলা যথাঃ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌসুমী বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং উপকারভোগীদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সংগে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন তহবিল কার্যক্রমের অধীনে চলমান কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য চলমান কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৭,৫৯৭.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দুটি টি ফেজে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) ৯০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,০৫,৫০০ টি পরিবার পূনর্বাসন করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-২ প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবার পূনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৯৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে ২৬,৫০০টি পরিবার পূনর্বাসন করা হয়েছে।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ৩৭.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে উক্ত বরাদ্দ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ১১৭.১২ কোটি টাকা যা ১,০৪,৭৬৫ জন মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৭৩.৫৬ কোটি টাকা। মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকুলে ২১.৫০ কোটি টাকা (আবর্তক) বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অর্থ ঘুর্ণায়মান আকারে সংস্থার ৫০ উপজেলা এবং ৫৮ সদর উপজেলা শাখা নিয়ে মোট ১০৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪৯.২০ কোটি টাকা মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫০.৮২ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

গৃহায়ণ তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ তহবিলের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ২৯৮.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ বাবদ এ পর্যন্ত ১৬০.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল দ্বারা এ পর্যন্ত ৩.৫৫ লক্ষ জন উপকৃত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের জন্য এ কর্মসূচিতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২৬৬.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৯০.৩৪ কোটি টাকা ছাড় এবং ৬১,০৯২ টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ৫১৩ টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ছাড়কৃত ঋণের

বিপরীতে আদায়যোগ্য মোট ১৩০.৬১ কোটি টাকার মধ্যে ১১৯.৪৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। মোট আদায়যোগ্য ঋণের তুলনায় আদায় হার শতকরা ৯১.৪৫ ভাগ। দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ণ তহবিলের অর্থায়ণে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভার উপজেলার আশুলিয়া মৌজায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মিত হতে যাচ্ছে যাতে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে।

দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়ীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

সরকার প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ প্রকল্পের মূল উপকারভোগী। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য হতে সর্বোচ্চ ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০০ একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষকে এ প্রকল্পের আওতায় এনে তাদের জীবিকায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। গত তিন বছরে তিনটি ধাপে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মোট ২৪ লক্ষ পরিবারকে সম্পৃক্ত করে দেশের ৬৪ জেলার ৪৮৫টি উপজেলার ৪,৫০৩টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি (৬০ জন সদস্য: ৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ) গঠনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

একটি বাড়ি একটি খমার প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪০,১০১ টি সমিতির মোট ২৪ লক্ষ ৬ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় খামার গড়াসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ সকল সমিতির গড়ে ওঠা মোট তহবিলের পরিমান ২,২০১ কেটি টাকা যার মধ্যে সদস্যদের ব্যক্তি সঞ্চয় ৬৬৮ কেটি টাকা, সরকার সঞ্চয়ের বিপরিতে বোনাস প্রদান করেছে ৬৫০ কোটি টাকা এবং আবর্তক তহবিল বিতরণ করা হয়েছে ৮৮৩ কেটি টাকা। সঞ্চিত এ তহবিল দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি গ্রামে গড়ে ওঠেছে ৪০-৫০ টি করে হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ ও নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার। অনুরুপ খামারের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখের উপর যেখানে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১,৬২৫ কেটি টাকা। সমিতির সদস্যবৃন্দ নিজেরাই উঠান বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- কে কোন বিষয়ে ঋণ নিবে এবং বিনিয়োগ করবে। এ বিনিয়োগ গ্রামীন অর্থনীতিতে এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১১ হাজার টাকা।

আর্থিক সচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। একজন গরিব মাসে ৫০-২০০ টাকা সঞ্চয় জমা দেয় অনলাইনে। সরকার সমপরিমান বোনাস দেয় অনলাইনে। দারিদ্রমুক্তির এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকার ইতিমধ্যে দেশের শুধুমাত্র দরিদ্র মানুষের সঞ্চিত ও গচ্ছিত অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক" নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গ্রামের সকল শ্রেণী পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় এনে তাঁদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। ১৯৯৯-২০০৪ পর্যন্ত সময়ে সিভিডিপি পল্লী উন্নয়ন মডেল হিসেবে রূপ লাভ করে। এর ধারাবাহিক সফলতার প্রেক্ষিতে পাইলট স্কিম হিসেবে দেশের ১৯টি জেলার ২১টি উপজেলায় ১,৫৭৫ গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের সাফল্যের কারণে বর্তমান সরকার প্রকল্পের ২য় পর্যায় অনুমোদন করেছে। দেশের ৬৪ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলায় ৪,২৭৫ টি গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৪,২৭৫ টি সমিতি

গঠিত এবং ৪,২৭৫ টি সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬,০৭,২৮৭ জন।

সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪.৭৪ কোটি ও ৯৬.০৭ কোটি টাকা, সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ১৯০.৫৭ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

মার্চ ২০১৬ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ১০.০০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওড়-বাওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং কাজের সংস্থান হয়না এমন মৌসুমে অতিদারিদ্র পীড়িত অঞ্চল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগতভাবে বঞ্চিত পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে মোট ১,০১২.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে মার্চ ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩২ টি পার্টনার এনজিও ৩০টি জেলায় ১১৫ টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৩,০৯,৫০৯ জন সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সুফলভোগী পরিবারের মঝে ৮,০০০-১৫,০০০ টাকা এ প্রকল্পের আওতায় ৭,৫৩৯ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং ৭৬৩ টি সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ৫৭ টির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪,৯৪,৪৪৭ জন সফুলভোগী পরিবারকে পুষ্টি সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪,৭১২ জন সুফলভোগী পরিবারকে ৩,৮২১ একর খাস জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের অতিদরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্প ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১৫১.৯৪ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০১.৩৮ কোটি টাকা।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) প্রকল্প -২য় পর্যায়

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র বিমোচনে "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার মোট ১৫০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৫৫ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ২.৫ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৩৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি''- দ্বিতীয় পর্যায় (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুলাই, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর,২০১৬ মেয়াদে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় চর এলাকায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৭৮,০০০টি পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রায় ৭৪,৭৬৫ টি পরিবারের সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬১ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় ৩,৭৮১টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে, ২৮,৫০২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ১৭,৫৮,৮৬৮ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৭৮,০০০ টি বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ৬৩,৯৯৬টি বসতভিটা উচুঁকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, নিরাপদ পানির জন্য ১০,৫১৬ টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিস্কাশন এর জন্য ১,১৭,৫৬৫টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১৭,৬৬,৩৭৭ জন/দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ৩,০১,১৮৯ জন/দিবসকে হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ এবং ৬৪,৩৮৩ জন/দিবসকে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের ঘাসচাষের জন্য ৫১,২৯৮ জন/দিবসকে প্রশিক্ষণ, ১,৮৭,৭৬৮ জন/দিবস কে আঙিনা বাগান তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬৪,৩৯২ জনকে গবাদী প্রাণিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৩০.৩৭ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৮.৯৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১১৪ শতাংশ।

বিআরডিবি'র অধীনে বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় এ দেশের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে সমবায় বিস্তৃতি লাভ করেছে গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে শিল্পে এবং অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রে। বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৯১,০৯৪ টি। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৫৮টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৮৯,৯১৪টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১১,৭৮৯.৮৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে সমবায় কর্মকান্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম এখনও চলমান আছে সেগুলো হলোঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে বিআরডিবি একদিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, দারিদ্র নিরসনমূলক উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানবসম্পদ, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান যথা: স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্যানিটেশন, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যার বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র নিরসনমূলক। বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলোতে দারিদ্র হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২), সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি; উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক); উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি); পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)-২য় পর্যায় ; দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধাণ শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়); দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো); ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেনট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (আইডিএএল); পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক); পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র); সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক); গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কর্মসূচি (এএআরডিও সাহায্যপুষ্ট); মহিলা উন্নয়ন; আবর্তক কৃষি ঋণ কার্যক্রম, ইত্যাদি। বিআরডিবির ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মোট শেয়ার ও সঞ্চেয়র পরিমাণ ৬৫৩.৭৭ কোটি টাকা। বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ১৩,৯৫৩.৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে এবং ১১,৫৬৮.৩৮ টাকা আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়মিত পল্লী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। বার্ড বর্তমানে কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের ভূমিকা, মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করছে। বার্ড ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ১৪৫.৮৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে এবং ১২৪.৪৪ টাকা আদায় করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। একাডেমীর সিআইডব্লিউএম বিগত ২০০০-০১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬৮.৬৮ কোটি,

আদায়ের পরিমাণ ৬০.৬২ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৮৬.৯১ শতাংশ। বর্তমানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৭৫.৬৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং এর মধ্যে ৬৭.১৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে, ঋণ আদায়ের হার ৮৭.৩০ শতাংশ।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির (সিভিডিপি) আরডিএ'র আওতায় ১৬টি উপজেলায় ১,০২০ টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। মোট ৯১,৫২৪ পরিবার থেকে ১,৩২,২৫০ গ্রামবাসী সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছে। তাঁদের সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪.৫১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ২০.২৬ কোটি টাকা ২২,৭৯৪ জন সমবায়ীর মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৫১টি উপজেলায় ৩৯১টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিডিবিএফ-এর আওতাভুক্ত উপজেলাগুলো দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ মহিলা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত পিডিবিএফ ৭,২৬০.০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ৯.৫৬ লক্ষ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রায় ৪৫ লক্ষ উপকারভোগীর সরাসরি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের ঋণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ হতে শুরু হয়ে বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৫৫টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ২,৯১১টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৯৩,৫৮৫ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যাকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ২৮১.৩৫ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ২২০.৮৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার ৯৬ শতাংশ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ২১.৪৪ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক

আত্মকর্মসংস্থানের মূল লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব/যুব মহিলাদের উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে প্রতিটি জেলা সদরে ১টি করে ৬৪টি, উপজেলা পর্যায়ে ১৪১টি এবং প্রধান শাখাসহ ঢাকা মহানগরীতে ৭টি শাখা নিয়ে মোট ২১২ টি শাখার মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৩,৫২,৫১৬ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ২,৪৭৭.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ হলো ২,৪০৯.৯১ কোটি টাকা, যার মধ্যে এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ২,২১৭.৪৭ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯২ শতাংশ।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুনঃ

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির অধীন ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৮,০৪৮ জন স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারির অনুকূলে ৯৯.৬১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়যোগ্য ৯৫.৭২ কোটি টাকার মধ্যে ৮৪.১৩ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ৮৮ শতাংশ।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে কৃষি ভিত্তিক শিল্প ঋণ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ২,২৭৯ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৫.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। যার বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৭২.৭০ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৬৮.১৭ কোটি টাকা, আদায়ের হার ৯৪ শতাংশ।

শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচি

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচির বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ০.৭৫ কোটি টাকা ও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২.৮১ কোটি টাকাসহ মোট ৩.৫৬ কোটি টাকার মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ঢাকার ২১টি ও অন্যান্য অঞ্চলের ৯টি সহ মোট ৩০টি তালিকাভূক্ত এনজিও এর কর্মকর্তা ও প্রকল্পের সুপারভাইজারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যাচাইকৃত সদস্যদের মধ্যে ৪ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৫,২২৮ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৪.১২ কোটি টাকা দেয়া হয়, যার বিপরীতে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৪.১২ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ২.৬৮ কোটি টাকা,আদায়ের হার ৬৫ শতাংশ। কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৯ -এ দেয়া হল।

সারণি ১৩.৯ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১.	**নিজস্ব কর্মসূচি**	২৩১২.৫২	২২৪১.৪৯	২০৬২.১৭	৯২	৩৩২১৮৯	১১৯৯২০২
	উপমোট	২৩১২.৫২	২২৪১.৪৯	২০৬২.১৭	৯২	৩৩২১৮৯	১১৯৯২০২
২.	**বিশেষ কর্মসূচিঃ**						
	ক) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের	৯৯.৬১	৯৫.৭২	৮৪.১৩	৮৮	১৮০৪৮	৬৫১৫৩
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা	৬৫.১৭	৭২.৭০	৬৮.১৭	৯৪	২২৭৯	৮২২৭
	উপমোট	১৬৪.৭৮	১৬৮.৪২	১৫২৩০	৯০	২০৩২৭	৭৩৩৮০
	সর্বমোট	**২৪৭৭.৩০**	**২৪০৯.৯১**	**২২১৪.৪৭**	**৯২**	**৩৫২৫১৬**	**১২৭২৫৮২**

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৭৩টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ক্রমপুঞ্জিত ২০,০৭০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সকল সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম দেশের সকল জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত মোট সদস্য সংখ্যা ১.১০ কোটি, এর মধ্যে মহিলা ৯০ শতাংশ । উল্লিখিত সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৮৩.০৪ লক্ষ জন। এর মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৯১ শতাংশ। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আর্থিক সেবার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-উপকারভোগী পর্যায়ে ঋণস্থিতি রয়েছে যথাক্রমে ১,২৩৭.৪৭ কোটি টাকা ও ৯,৯১০.৬০ কোটি টাকা।

পূর্বে পিকেএসএফ থেকে কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলধারার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে, যথা- (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ এবং (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম। সারণি ১৩.১০ -এ পি কে এস এফ-এর ক্ষুদ্রঋণ সমিতির তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হল।

সারণি ১৩.১০ঃ পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিত (জুন ২০০৭ পর্যন্ত)	অর্থ-বছর								ক্রমপুঞ্জিত (ডিসে: ২০১৪ পর্যন্ত)
		২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (ডিসে: ২০১৪ পর্যন্ত)	
বিতরণ (কোটি টাকায়)	৪২৫৬.৮৩	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	২৪৫০.৬১	২৭০৪.৫০	১২৩৭.৪৭	২০০৭০.০০
আদায় (কোটি টাকায়)	২২২০.৭৫	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৭৮.২০	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	২৩১৬.৬৬	২৫১৯.০২	১৩৫৫.৪৭	১৬৪৮৪.৮৮
ঋণ আদায়ের হার (%)	-	৯৭.৭৩	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.৩৪	৯৮.৮৫	৯৮.৯৩	.....
সহযোগী সংস্থা	-	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৮	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৩	-
সুবিধাভোগী (ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা)	-	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৭৮৬৫৮২২	৮১৩১২৬৯	৮৩০৪১৭৭	-
মহিলা	-	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৭১৬৭৫৩৩	৭৪১৭২৪৯	৭৫৬৮৮৩০	-
পুরুষ	-	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৬৯৮২৮৯	৭১৪০২০	৭৩৫৩৪৭	-

উৎসঃ পিকেএসএফ

সারণি ১৩.১১ঃ পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

পর্যায়	২০১৩-১৪ অর্থ-বছর			২০১৪-১৫ অর্থ-বছর (ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত)		
	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায়ের হার (%)	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায় (কোটি টাকায়)	ঋণ আদায়ের হার (%)
পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	২৭০৪.৫০	২৫১৯.০২	৯৮.৮৫%	১২৩৭.৪৭	১৩৫৫.৪৭	৯৮.৯৩
সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে	১৮৪৬০.৪৭	১৭০৮৮.৮২	৯৯.৬৫%	৯৯১০.৬০	৯২৯৮.২৯	৯৯.৬৫

উৎসঃ পিকেএসএফ

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

ক্ষুদ্রঋণ খাতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা

হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আমানতকারীদের আমানত নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল গঠনের নিমিত্ত একটি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠ পর্যায়ে ৬৯৭টি ঋণস্থিতি দাড়ায় ২৮২.২০ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ১০৬.৯৯ বিলিয়ন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৭৫৩ টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয় এবং আইন ও বিধির আলোকে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা না করায় সনদপ্রাপ্ত ৫৬ টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়। আবার দরিদ্র জনগোষ্ঠির তুলনায় যেসব এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম তেমন বিস্তার লাভ করেনি সেসব জেলা থেকে এবং সমাজে পিছিয়ে থাকা বিশেষ গোষ্ঠি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে নতুন করে ২০১২ সালে সনদের জন্য ১,২১২টি আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১৭২টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দু:স্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬,৮০০.৯৮ কোটি ও ৮৭,৭৪৭.৪২ কোটি টাকা। বিতরিত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৫,১০,৯০৫ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮,৭৬,৪৪৫ জন।

আশা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সনে আশা-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশা'র ইনোভেটিভ স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৪ সালে ৫৩লক্ষ জন উপকারভোগীকে প্রায় ১১,৬০৫.৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ দাড়িয়েছে ৮১,৫৯৪.৯৫ কোটি টাকা এবং আদায় ৭৪,২৬৭.৫০ কোটি টাকা।

প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে। বর্তমানে প্রশিকা দেশের ৫৯টি জেলার ২৪,১৩৯টি গ্রাম ও ২,৩৮০টি বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৫,১৮৬.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫,৬৮৭.৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া,এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য,ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ৩,৭২৭.০০ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৩,৬৪৬.০০ কোটি টাকা।

টিএমএসএস

টিএমএসএস জাতীয় পর্যায়ের সমাজ সেবামূলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্র দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় এর কর্মকান্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৯,৪৫৩.৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯০ সালে টাংগাইল জেলায় কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি ৬১টি জেলার ৪০৩ টি থানার ৩,৪৬৫ টি পৌরসভা/ইউনিয়নের ২৯,১৯৬ টি গ্রামে ৬৩৬ টি শাখা কার্যালয়ের ৫৩,৭৪২ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৩১০,৪৯৮ টি দরিদ্র পরিবারের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ১০,২৬১.২৬ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৯,০৬৭.৩ কোটি টাকা।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

সমাজের দরিদ্র্য অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় এসএসএস-এর কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। জেলাসমূহের আওতায় রয়েছে ১৫৮ টি উপজেলা এবং ৯,২৫০টি গ্রাম। প্রধান কার্যালয়ের অধীনে ১১টি জোন, ৪৫টি এরিয়া, ২৫৪ টি শাখা ও ৭ টি প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে ৪,৬১,৮০৯ জন সদস্যকে প্রত্যক্ষভাবে সেবা প্রদান করছে। এদের মধ্যে ৪,৭০,৮৫৩ জন নারী, ১০,৫৪১ জন পুরুষ এবং ১,৬৭০ জন শিশু। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ হয়েছে ৭,২৩৯.৯৩ কোটি টাকা।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সাল থেকে একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলার ১৫৯টি উপজেলায় স্বনির্ভর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৩,৬৭,৯৫৯ জন বিত্তহীন ঋণগ্রহীতাকে ১,৮৬১.৪৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ১,৫৮০.৪২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১২ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.১২ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

	২০১০ ক্রম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	ক্রমপুঞ্জিত ২০১৪ (ডিসেম্বর)
ব্র্যাক						
বিতরণ	৫০৪৪৬.৬২	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	৯৬৮০০.৯৮
আদায়	৪৬০৮২.৫৮	৭৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	৮৭৭৪৭.৪২
সুবিধাভোগী	-	৬৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	-
মহিলা	-	৬৩০২৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	-
পুরুষ	-	৪৬৭৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	-
আশা						
বিতরণ	৪১০১১.২৭	৮৬৭০.২২	৯৫৬৮.৭১	১০৭৩৯.১৫	১১৬০৫.৬	৮১৫৯৪.৯৫
আদায়	৩৭২৫৬.৫৮	৭৬৮৩.৫	৯২২১.৫৯	৯৬৭৮.৯২	১০৪২৬.৯১	৭৪২৬৭.৫
সুবিধাভোগী	-	৪৯৩৫৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	-

	২০১০ ক্রম	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	ক্রমপুঞ্জিত ২০১৪ (ডিসেম্বর)
মহিলা	-	৪২৯৭৮৯৬	৪৫৬৯৩৫৬	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	-
পুরুষ	-	৬৩৭৭৯০	১৬৬১৮৯	১৬০৮৭২	৪১৭১৭৬	-
প্রশিকা						
বিতরণ	৪৪০৭.৮৬	২০৭	২৩০.২৩	১১৮.৭১	২২২.৪২	৫১৮৬.২২
আদায়	৪৭৪৭.৪৪	২৩৪	৩১৫.৪৮	১৩৭.৬৩	২৫৩.৩১	৫৬৮৭.৮৬
সুবিধাভোগী	-	১৩৭,১২৯	১৩৯৬৪৫	১৩০,৫২২	১০৮৫৯০	-
মহিলা	-	৮৯,৬৫৪	১০৬৭৩২	৯১৩৬৫	৭৬০১৩	-
পুরুষ	-	৪৮,২৭৫	৩২৯১৩	৩৯১৫৭	৩২৫৭৭	-
স্বনির্ভর বাংলাদেশ						
বিতরণ	১০৪৪.৬৬	১৯৭.৯	২২০.৪৪	১৯৭	২০১	১৮৬১
আদস	৮৪৩.৪	১৬১.৯৩	১৯১.৬৭	১৮৬	১৯৭	১৫৮০
সুবিধাভোগী	-	১২৪২৬০	১২১২৫১	১০৩১৮১	১০৬৯৪৭	-
মহিলা	-	১০৭৩৩৩	১০০১০৩	৮৫৫৭৩	৮৬৬২৭	-
পুরুষ	-	১৬৯২৭	২১১৪৮	১৭৬০৮	২০৩২০	-
কারিতাস						
বিতরণ	১২৬৭.৯২	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	২৩৫৪.৬৪
আদায়	১১৫৬.৩৬	২০৯.০৫	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	২১৮৩.০৭
সুবিধাভোগী	-	৪৩৪৫	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	-
মহিলা	-	৪০৩৪	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	-
পুরুষ	-	৮৩৭৯	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	-
টিএমএসএস						
বিতরণ	৩৮৮৮.০৩	৯৯১.৪৬	১২০৮.৮২	১৪৭০.৭১	১৮৯৪.৪৯	৯৪৫৩.৫১
আদায়	৩৪৫৭.০৮	৮৭০.৬৫	১০৮৮.৮১	১৩১৮.৯৩	১৬২৩.৯৮	৮৩৫৯.৪৫
সুবিধাভোগী	-	৫০,১৩৪	৩৬৮,৫৭৯	৪৪৯,১৫৫	৫৬৪১২৭	-
মহিলা	-					-
পুরুষ	-					-
শক্তি ফাউন্ডেশন						
বিতরণ	১৬৭৭.৪	৪৫৫.২	৫৩১.৫	৫০৬.৯	৫৫৬	৩৭২৭
আদায়	১৫৭৯.৬	৩৪৬.৫	৬১৭.১	৫৮০.৮	৫২২	৩৬৪৬
সুবিধাভোগী	-	৯,৩১৭	১২,১৪৭	১৫,৩৭৩	৪৮২,২৮৭	-
মহিলা	-	৪৪৬,৩৫৪	৪৪৫,২৬১	৪১৮,৩৮৪	১৬,২১১	-
পুরুষ	-	৪৫৫,৬৭১	৪৫৭,৪০৮	৪৩৩,৭৫৭	৪৬৬,০৭৬	-
ব্যুরো বাংলাদেশ						
বিতরণ	৩৯১১.০৮	১১৯১.০১	৭১১.৬৫	২২১১.০৯	২২৩৬.৪৩	১০২৬১.২৬
আদায়	৩৩৫৪.৯৬	১১০৯.০৫	৬৬১.৩৩	১৫৯৯.৫৭	২৩৪২.৩৯	৯০৬৭.৩
সুবিধাভোগী	-	১০৪৩৫৪১	১০৮২৭৮৯	১,৭৩২,১২০	১২৫৩৮৩৫	-
মহিলা	-					-
পুরুষ	-					-
এসএসএস						
বিতরণ	২৭৪৯.১৬	৮২৬.৫২	১০৯৮.৯৩	১২৪৯.০০	১৩১৬.৩২	৭২৩৯.৯৩
আদায়	২৪১৩.৩৭	৭৪০.৬৪	৯৩৮	১২৩৮	১২২৯.৩৩	৬৫৫৯.৩৪
সুবিধাভোগী	-	৪২২০৭৫	৪৭৪০০০	৪৬১১১৯	৪৭৩১১৬	-
মহিলা	-	৪০৬৭৮৬	৪৫৯৪৪৬	৪৪৮৬৫৮	৪৬২৫৬৭	-
পুরুষ	-	১৫২৮৯	১৪৫৫৪	১২৪৬১	১০৫৪৯	-
মোট						
বিতরণ	১১০৪০৪.০০	২১৪০৩.১৩	২৪২৫৮.৪১	২৮৮৯৩.৮৫	৩৩৫২০.১০	২১৮৪৭৯.৪৯
আদায়	১০০৮৯১.৩৭	১৯০৮২.৫৮	২২৯৭৬.০০	২৫৯৭৯.৭৩	৩০১৬৮.২৬	১৯৯০৯৭.৯৪

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপ-জেলার আওতাধীন ৮১,৩৯০টি গ্রামে ৮৬.৪০ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই

কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.২৬ ভাগ মহিলা। এ পর্যন্ত বিতরিত ঋণের পরিমাণ ১,০৯,২৮৮.৫২ কোটি টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১,০০,৪৬৩.০৫ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সদস্য সারণি ১৩.১৩ -এ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত তুলে ধরা হল।

সারণি ১৩.১৩ঃ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ জানু ১৫ পর্যন্ত	২০১৪-১৫ ক্রম জানু ১৫ পর্যন্ত
বিতরণ	২৪৯৪৭.১	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮	৭১৮৪.৫৯	৮৭৫৪.৪১	১০২৯৫.	১১৫৭৭.১৬	১২০৮১.৬৩	১২৯৪১.৪৫	৭৭৭৬.৫৪	১০৯২৮৮.৫২
আদায়	২২৩৪৫.৬	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০	৬১০৫.৩৪	৭৬৭৫.৭৭	৯২৭৬.৭	১০৭৬২.০৮	১১৬৭১.৮৪	১২৫৬২.৪৮	৭৭২৪.০৭	১০০৪৬৩.০৫
আদায়ে	-	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৮১	৯৭.২০	৯৬.৮৯	৯৬.৮৯	৯৭.২৩	৯৭.৫৩	৯৮.১৪	-
শাখার	-	২৪৬	৮৬	৪০	৭	১	২	০	০	১	-
গ্রামের	-	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৭	৩	৫	৩	৩	-
সুবিধা	-	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৭৪৯১	৮৩৭৯৪৫২	৮৪২৫১৪৬	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৫৩৭৯	-
মহিলা	-	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫৭০	৮০৫৪২৪৯	৮১০৩৯৫২	৮৩০১৫৫৭	৮৩২৬২৮	-
পুরুষ	-	২৩৬১০৪	২৩৭০৯	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩১৭৮৭	৩২৫২০৩	৩২১১৯৪	৩২৩৩৯১	৩২৭৫১৩	-

উৎসঃ গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সারণি ১৩.১৪ -এ ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংক সমূহের ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৬,৬০৫.৬২ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২৭,৭৩৬.৩৫ কোটি টাকা।

সারণি ১৩.১৪ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৭-০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ ডিসে-১৪ পর্যন্ত	ডিসে- ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক									
বিতরণ	৬১৬৩	৬১৭.৪৪	৭৫৫.৫৭	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	৩৩৩	১১০০১
আদায়	৮৫৪৪.০১	৭৪৩.৬৬	৬৭৮.২৮	৮১২	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	৫৪১	১৪২০৩
আদায়ের হার (%)	১০৯.৬২	১২০.৪৪	৮৯.৭৭	১২০.০৮	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	২৫	১২৯.১০
সুবিধাভোগী	১৭৯১৮৮	২০৮৪৭৮	২৫১৮৫৬	১৬৪৯০৬	১,৫৯,০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	৯৪৭৩৬	-
অগ্রণী ব্যাংক									
বিতরণ	২০২৮	৩৩৯.৬৬	৪৮৭.৯২	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২	৬০৩	৫৭৪০
আদায়	২০৯০.১২	৩৩৬.৮২	৪০০.৩৭	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮	৫০১	৫৬৩২
আদায়ের হার (%)	১০৩.০৬	৯৯.১৬	৮২.০৬	১৯৮.১৬	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭১	৯৮.১২
সুবিধাভোগী	১১৫৩৮৩	১৩৯৯০৩	১৫৮৯৭৮	৫৯৫৪	১,১৮,৬৬৬	১১৭২৩৬	১,৩২,৩১৭	৬১৯৫০	-
জনতা ব্যাংক									
বিতরণ	৩০৪৪.৫১	৫৬০.৯৪	৬৩১.৬৩	৭২২.৩৬	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৩৫৯.৪৬	৭৫১৯.২
আদায়	২৫৪৪.৮৫	৪১২.৮৩	৪০০.২৪	৫১২.২৩	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৩১৩.৮৮	৫৯০৪.২
আদায়ের হার (%)	৮৩.৫৯	৭৩.৬	৬৩.৩৭	৭০.৯১	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৮৭.	৭৮.৫২

	২০০৭-০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ ডিসে-১৪ পর্যন্ত	ডিসে- ১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সুবিধাভোগী	১২৪৪৮৩	১২৪৬৫৩	১৩০৯২১	৯৩০৩০	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	৭৭৪২০	-
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক									
বিতরণ	১২০৬.২	৪৭.৮২	৯৮.৪৯	৫৩.৪২	৫৫.২২	৭৩.৭	১০০.৪৯	৭৭	১৭১২
আদায়	১০১২.০৩	৪৫.৫৬	৭৬.০২	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	৭১	১৪৭০
আদায়ের হার (%)	৮৩.৯	৯৫.২৭	৭৭.১৯	৯৫.৯৪	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	৯২	৮৫.৮৬
সুবিধাভোগী	৪৭৭৬১	৪৯৩৫৬	৩৫০৪৪	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	৭১৪৮	-
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক									
বিতরণ	২৫০.৯৭	১৮.০৩	১৮.৬১	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	১১.৪২	৪৩৩.২
আদায়	১৮২.৭২	১৫.৭৬	১৭.৪	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	১৩.৯২	৩৪৬.৮
আদায়ের হার (%)	৭২.৮১	৮৭.৪১	৯৩.৫	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১২২	৮০.০৫
সুবিধাভোগী	১৫৮০৮	১৬২৩৬	১৬১২১	১২২৫১	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৫৬০	-
রুপালী ব্যাংক									
বিতরণ	৮৮.৩১	১৬.৮৮	২২.৬৯	২১.৭৮	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	৫.৬৬	১৯৯.৭৯
আদায়	৬২.৫৭	১৪.৭৯	১৮.৮৯	২৩.৭৯	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	৮.৭২	১৮০.৪৫
আদায়ের হার (%)	৭০.৮৫	৮৭.৬২	৮৩.২৫	১০৯.২৩	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৫৪.০৬	৯০.৩২
সুবিধাভোগী	৪২৪২	৩৪৫৮	৫৬২৭	৭৫২০	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫৫১৫	-
মোট									
বিতরণ	১৪৪১২.৪৩	১৬০০.৭৭	২০১৪.৯১	১৫৩৫.০৮	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩	২৫৫৩.৩৪	১৩৮৯.৫৪	২৬৬০৫.৬২
আদায়	১৪৪৩৬.৩	১৫৬৯.৪২	১৫৯১.২	১৪৮৫.১	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭	২৫০৩.৭৯	১৪৪৯.৫২	২৭৭৩৬.৩৫
আদায়ের হার (%)	১০০.১৭	৯৮.০৪	৭৮.৯৭	৯৬.৭৪	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	১০৪.৩২	১০৪.২৫

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১৫ -এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ১৩.১৫ঃ অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	(কোটি টাকায়)	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৬৩৬,৭৩২	২৯৯,৮৮০	৯৩৬,৬১২	১,৬৬৮.৩৭	৯৭.৮৭
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭৮৭	৩৫১৫	৫৩০২	২০৮.১৮	৯৬.
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১,৯৭৭	৩৪,০৩১	৩৬,০০৮	১০,৫৮৯.৬১	৯৫.৮
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭২২,৪১৭	১৮৬,৮৫৫	৯০৯,২৭২	১০,৪৬১.২০	৯৮.৬৯
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১০১৯	১৯,১৩৯	২০,১৫৮	২৯৪.৬৩	৯০.
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩০৮,০১৫	৭৫,৬২৮	৩৮৩,৬৪৩	৪৫২.৮৫	৯৮.
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৭,২৩১	১৭৮,৩৩৯	১৮৫,৫৭০	৮,৬৪৩.৬০	০.৭২
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১১৯,৬৬৮	৯,১২১	১২৮,৭৮৯	৮২৬.৪৩	১০০.
মোট	১,৬৭১,৯৪৭	৬১৯,০৪৮	২,২৯০,৯৯৫	২৩,৬৭৫	৯৪

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৭,৭৪৯.৯০ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ১৪,৭৭২.৪১ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৬)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ১৩.১৬ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা		২০০৮-০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	ডিসে, ১৪ পর্যন্ত ক্রম.
অর্থ মন্ত্রণালয় (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ)	**রাকাব**								
	বিতরণ	২৯৭.৩১	১৮.৬১	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	১১.৪২	৪৬১.৫
	আদায়	২২৩.৩৬	১৭.৪	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	১৩.৯২	৩৭১.৭
	হার (%)	৭৩.৭৮	৯৩.৫	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১২২	৮০.৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**								
	বিতরণ	৮২৯৮.৪	৮৪১.৯	১০০০.	৯৩১.৪৭	৯৩৫.	৯৭২	৯৭৫.	১৩৯৫৩.৭৭
	আদায়	৬৯৮৮.৮	৬৭৪.৪৪	৭৩৭.৭৭	৮৭১.৯১	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৫৯৫.৮৫	১১৫৬৮.৩৮
	হার (%)	৯২.২	৯৩	৯১	৯০	৯৪	৯২.৩৪	৯৬	৯২
	বার্ড								
	বিতরণ	৮৮.৮২	৬.৬৫১	৯.৯৫	৬.৭৭	১৪.৮৬	১৪.৭১	৪.১১	১৪৫.৮৭১
	আদায়	৯০.১৭	৫.২৯৫	৬.৫৯	২.১৬	৮.৬৩	৯.০৩	২.৫৬	১২৪.৪৩৫
	হার (%)	১০৩.৬২	৭৯.৬১	৬৬.২৩	৩১.৯১	৫৮.০৮	৬১.৩৯	১১৫.১৬	৮৫.৩০
	আরডিএ								
	বিতরণ	২৫.৬৪	৬.৭২	৬.৯১	৬.১৯	৯.৫৪	১৩.৬৮	৬.৯৭	৭৫.৬৫
	আদায়	২১.৬৮	৬.২	৬.২৫	৬.৩৬	৮.০১	১২.১২	৬.৫১	৬৭.১৩
	হার (%)	৮৪.৫৬	৯২.২৬	৯০.৪৫	১০২.৭৫	৮৩.৯৬	৮৮.৬	৯২.০৭	৮৮.২৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	১৩৫.১	৫.৩	৭	৭.৬৪	৯.৬৩	১১.৪৫	২.৮৮	১৭৯
	আদায়	৮৩.৯২	৪.৯	৫.২৬	৫.৫১	৭.১	৮.৯৪	২.০৮	১১৭.৭১
	হার (%)	৫৬.৯২	৭৮.০৪	৭৭.৩৬	৯২.৮৬	৯৩.৭৫	২১৪	৭২.২২	৬৫.৭৬
	জাতীয় মহিলা সংস্থা								
	বিতরণ	৩৪.৯১	০.০০	০.০৪	২.৫৬	২.০০	০.৫১	০.৫১	৪০.৫৩
	আদায়	৩৫.৪৪	০.০৩		৪.৯২	২.১০	১.১০	০.৮৭	৪৪.৪৬
	হার (%)	১০১.৫২		০	১৯১.৮৫	১০৫	৮১.২৪	১৭০	১০২.৫৮
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**সমাজ সেবা অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	২২৬.৩	৬৯.০৯	৪১.৮৬	২৩.৮৬	৫৪.৮৭	৭৬.০২	৬১.৭৯	৫৫৩.৭৯
	আদায়	১৮৮.৪২	৫৬.২৬	৩৭.৭৭	২১.২৫	৪৫.৫৪	৫৮.৭৬	৪৯.৯১	৪৫৭.৯১
	হার (%)	৮৩.২৬	৮১.৪৩	৯০.২৩	৮৯.০৬	৮৩	৭৭.৩	৮১	৮২.৯৩
শিল্প মন্ত্রণালয়	**বিসিক**								
	বিতরণ	২৫৭.২৫	৫.৭৮	৪.৯৯	৫.৮৪	৬.৩১	৪.০৩	৫.০৭	২৮৯.২৭
	আদায়	২৩৭.২২	১৩.৯২	৫.৮৪	৬.৪৬	৭.৯৮	৩.৭৫	৩.৫৪	২৭৮.৭১
	হার (%)	১১৭.৯৮	২৪০.৮৩	১১৭.০৩	১১০.৬২	১২৬.৪৭	৮১.৬৩	৬৯.৮২	১২১.৪১
	সিরোটসি ট্রাস্ট								
	বিতরণ	৫৪.৭৩	৭.৮৫	১০.৪৬	১১.০৭	১১.৯৪	১০.৪	৬.১১	১১২.৫৬
	আদায়	৪৫.৭৪	৮.২৪	৯.৯৭	১০.৬৬	১১.১৮	১০.৪৬	৬.১৮	১০২.৪৩
	হার (%)	৮৩.৫৭	১০৪.৯৭	৯৫.৩২	৯৬.৩	৯৩.৬৩	১০০.৫৮	১০১.১৫	৯০.৪২
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**								
	বিতরণ	৪.৯৯	০.৪৩	০.৬৪	০.৭৭	১.১৭	১.২৬	১.১৭	১০.৪৩
	আদায়	৫.৪৫	০.৪৫	০.৬৭	০.৭৮	১.২২	১.৩২		৯.৮৯
	হার (%)	১০৯.২২	১০৫.১৩	১০৪.১২	১০১.৮৫	১০৫	১০০.৫৯		১০৩.৯৯
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	১০০.০৮	৫.২৫	৪.৭২	৫.৬৯	৭.৩২	৩.০২	৭.৫০	১৩৩.৫৮
	আদায়	৮০.৬২	৩.১৮	২.৪৫	২.৮৬	৩.৭৭	১.৬৩	৫.৬৭	১০০.১৮
	হার (%)	৮০.৫৬	৬০.৫৯	৫১.৯১	৫০.২৬	৫১.৫	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৭৪.৯৬
স্থানীয় সরকার বিভাগ	**স্থানীয় সরকার প্রকৌশল**								
	বিতরণ	১২৫.০৮	৫৭.০৪	৫৮.৬১	৪৫.৯৮	৭২.৮৬	০	০	৩৫৯.৫৭
	আদায়	১০৬.৮৯	৪৭.৪৬	৫৭.০৬	৪৩.৩৮	৭০.১	০	০	৩২৪.৮৯
	হার (%)	৮৫.৪৬	৮৩.২	৯৭.৩৬	৯৪.৩৫	৯৬.২১	০	০	৯০.৩৬
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	৮৬৪.১৮	৬১.০৪	৭০.০৩	৮৪.২৬	৯০.৬৮	৮৮.৯৬	৫৭.৫৩	১৩১৬.৬৮
	আদায়	৭৫৫.৫৮	৫৫.১	৬১.৫৯	৭০.০৫	৭৫.৬৪	৫৩.৯৫	৫১.৩২	১১২৩.২৩
	হার (%)	৮৭.৪৩	৯০.২৬	৮৭.৯৫	৮৩.১৪	৮৩.৪১	৬০.৬৪	৮৯.২	৮৫.১৩
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**								

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা		২০০৮-০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	ডিসে, ১৪ পর্যন্ত ক্রম.
	বিতরণ	৪৮.০৯	১.৫৯২	১.৩৬	২.১৪	১.৮৪	২.৬৬	১.৮৯	৫৯.৫৭
	আদায়	২৬.২৪	২.০৮৩	১.৯৭	২.২	২.৬৭	২.৩৯	১.৫৮	৩৯.১৩
	হার (%)	৩৭২.৮৭	১৩০.৮৪	১৪৪.৮৫	৫৮.২২	১২৩.৪৩	১২৮	১৩৫.৭৭	১৬৬.৯১
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	২২.৪২	৭.৩	৩.৯৪	১০.২৩	৩.৪	৫.৫৬	৫.২৭	৫৮.১২
	আদায়	৮.৭৬	২.৮৪	৫.২৫	৯.৮৯	৯	৩.২৫	৩.২৬	৪২.২৫
	হার (%)	৩২	৪০.৪	৫৬	৬০	৫৯	৬৩	৬১.৮৬	৬৪
মোট	বিতরণ	১০৫৮৩.৩০	১০৯৪.৫৫	১২৪৮.১৯	১১৭৩.৬৯	১২৬০.৪৬	১২৪২.৪৯	১১৪৭.২২	১৭৭৪৯.৯০
	আদায়	৮৮৯৮.২৯	৮৯৭.৮০	৯৫৭.৬৭	১০৭৮.৩৪	১১০৫.০০	১০৯২.০৬	৭৪৩.২৫	১৪৭৭২.৪১
	হার (%)	৮২.৪	৯০.১৬	৯৭.৫৮	৯৩.৯৪	৯৭.১২	১০৫.১	৬৪.৭৯	৯১.২৯

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়